দুই পুলিশ কর্মকর্তার বর্বরতা

রিমান্ড না পেয়েও টাকার জন্য স্কুলছাত্রকে থানায় নিয়ে বেদম প্রহার

নিজস্ব প্রতিবেদক

পুলিশ তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করতে না পারলেও নিরপরাধ স্কুলছাত্রকে ধরে অভিভাবকদের কাছে লাখ টাকা ঘুষ চাইতে পারে, আদালত রিমান্ড মঞ্জুর না করলেও বালকটিকে রিমান্ডে নিয়ে পায়ে বেঁধে উল্টো করে ঝুলিয়ে পেটাতে পারে। সাংবাদিকরা জানতে চাইলে বলতে পারে 'ভুল করে' রিমান্ডে আনা হয়েছে!

এ রকম একটি গুরুতর অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত শুরু হয়েছে।

উত্তরা থানার দুই সাব-ইন্সপেক্টরকে ১ লাখ টাকা উৎকোচ না দেওয়ায় আকরাম খান (১৪) নামে গ্রেপ্তারকৃত এক স্কুলছাত্রকে আদালতে হাজির করে রিমান্ড নামঞ্জুর সত্ত্বেও পুলিশ তাদের হেফাজতে এনে মারধর করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে উত্তরা থানার কাছে জানতে চাওয়া হলে তারা জানায়, তাকে 'ভুল করে' অন্য আসামিদের সঙ্গে রিমান্ডে আনা হয়। তবে মারধর করা হয়নি। গতকাল বুধবার আকরামের চাচা হাজি আলী আমজাদ খান এ ব্যাপারে পুলিশের ঊর্ধ্বতন মহলে অভিযোগ করায় পুলিশ বিভাগীয় তদন্ত শুরু করে।

জানা গেছে, আকরাম টঙ্গী আশরাফ টেক্সটাইল হাইস্কুল থেকে এ বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। গত ১০ এপ্রিল রাতে উত্তরা থানার এসআই আবুল কালাম আজাদ এবং এসআই শরিফুল ইসলাম আকরামকে তার বাসার (উত্তরা থানার অদূরে) সামনে থেকে গ্রেপ্তার করেন। তবে থানার নথিতে গ্রেপ্তার দেখানো হয় উত্তরা রেললাইনের ধার থেকে। পুলিশ ওই দিন রনি, দেলোয়ার, শাহ আলম ও সোহেল রানা নামে আরো চার যুবককে গ্রেপ্তার করে এবং আকরামসহ পাঁচজনকে আসামি করে তাদের বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র মামলা এবং আরেকটি ডাকাতির প্রস্তুতির মামলা রুজু করে। আকরাম তার স্কুল সার্টিফিকেট দেখালেও এজাহারে তার বয়স লেখা হয় ২০ বছর। কিন্তু সার্টিফিকেটে আকরামের জন্মতারিখ ১৯৮৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর।

আকরামের পারিবারিক সূত্র জানায়, তারা থানায় গিয়ে আকরামকে নির্দোষ দাবি করলে ওই দুই সাব-ইন্সপেক্টর তাদের কাছে ১ লাখ টাকা ঘুষ চান। তারা টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে এসআই আজাদ ও শরিফুল হুমকি দিয়ে বলেন, 'টাকা না দেওয়ার পরিণাম কী পরে দেখবি।'

আদালত সূত্র জানায়, ১১ এপ্রিল আকরামকে অপর চার আসামির সঙ্গে মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে হাজির করে রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়। আদালত আকরামের পক্ষে দায়ের করা নথিপত্র দেখে তার রিমান্ডের আবেন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন, তবে অপর চার আসামির দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

আকরামের চাচা হাজি আলী আমজাদ খান প্রথম আলোকে জানান, আদালত তার রিমান্ড নামঞ্জুর করলেও পুলিশ তাকে আবার থানায় নিয়ে যায়। রাতে থানা থেকেই তাদের খবর পাঠানো হয়, আকরামকে রিমান্ডে আনা হয়েছে। তারা থানায় গিয়ে দেখতে পান আকরামকে একটি কক্ষে ঝুলিয়ে মারধর করা হচ্ছে। তার পা রশিতে বাঁধা এবং মাথা নিচের দিকে। এসআই আজাদ এবং শরিফুল তাকে পেটাচ্ছিলেন। জনাব আমজাদ ভাতিজা আকরামকে মারধর না করার জন্য একজন সাব-ইন্সপেক্টরের পা পর্যন্ত চেপে ধরে অনুরোধ করেন। এ সময় ওই সাব-ইন্সপেক্টর বলে ওঠেন, 'টাকা না দেওয়ার মজা এবার দেখেন।' অতঃপর আকরামের চাচা বাসা থেকে ৬০ হাজার টাকা আনিয়ে দিলে মারধর বন্ধ করা হয়। তবে তারা আকরামের চাচার কাছে আরো ৪০ হাজার টাকা দাবি করে বলেন, 'টাকা দিলে পুলিশ কী করতে পারে দেখেছেন তো! এরপর বাকি টাকা না পেলে আপনাদের বাসার সবাইকে ধরে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হবে।' পুলিশের হুমকিতে তারা বাকি টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

পরে ১৪ এপ্রিল আকরামকে বাকি চার আসামির সঙ্গে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সে এখনো কারাগারে রয়েছে। আকরামের বাবা আলীবর্দি খান একজন ব্যবসায়ী এবং তিনি অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী।

হাজি আলী আমজাদ আরো জানান, 'আকরাম পুলিশ হেফাজতে থাকায় ভয়ে এতদিন কাউকে কিছু বলিনি। তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়ার পর পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিষয়টি জানিয়েছি।' গতকাল বুধবার উপ-পুলিশ কমিশনারের (উত্তর) কাছে একটি দরখাস্ত করে এর বিচার দাবি করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

এ ব্যাপারে জানতে চাওয়ার জন্য উত্তরা থানায় যোগাযোগ করে উল্লিখিত দুই সাব-ইন্সপেক্টরকে পাওয়া যায়নি। তবে থানার আরেক কর্মকর্তা জানান, আকরামের সঙ্গে একই আবেদনে আরো চার আসামি থাকায় এই 'ভুল' হয়েছে। তবে পুলিশের চেয়ে বড় ভুল আদালতের সংশ্লিষ্ট বিভাগের। তারা আকরামকে পুলিশের হেফাজতে দিতে পারে না। তবে থানায় আকরামকে কোনো মারধর করা হয়নি বলে ওই কর্মকর্তা দাবি করেন।

সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাদের কাছে ওই 'ভুল' কবে ধরা পড়ল এবং তিন দিন পরে অন্য আসামিদের সঙ্গে আদালত হয়ে সে জেল হাজতে চলে গেল কোন 'দ্বিতীয় ভুলে' সেটা তদন্তসাপেক্ষ।